দৈনিক জনকণ্ঠ

২৯/১১/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

সা'দত কলেজের ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

শিক্ষকদের গণবদলির আবেদনের সিদ্ধান্ত

ফিরোজ মান্না, টাঙ্গাইল থেকে ॥ সা'দত কলেজের ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত ১৫ অক্টোবর থেকে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সুলতান মিয়ার ওপর কতিপয় সন্ত্রাসীর আক্রমণের প্রতিবাদে শিক্ষক পরিষদ জরুরী সভা ডেকে কলেজ বন্ধ করে দেয়। ঘটনার ১৪ দিন পরও পুলিশ কোন চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। কলেজের ১শ' ৮ জন শিক্ষক গণবদলির জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষকদের সঙ্গে কলেজের কর্মচারীরাও গণবদলির আবেদন করবে। বর্তমানে কলেজের বেশ কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সরকারী কুমুদিনী মহিলা কলেজে। সা'দত কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ডাক্তার তাঁকে এক মাসের বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছেন।

শনিবার কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর সুলতান মিয়া এবং শিক্ষক পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, ঘটনার ১৪ দিন পরও পুলিশ চিহ্নিত কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। সন্ত্রাসীরা করটিয়া এবং তার আশপাশের এলাকাসহ টাঙ্গাইল শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিক্ষক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, পুলিশ নিরীহ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে যারা ঘটনার সঙ্গে আদৌ জড়িত কিনা সন্দেহ রয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষকে মারপিটকারী সন্ত্রাসীরা উপর মহলে তদ্বির করে চলেছে বলে খবর মিলেছে। তবে এ ব্যাপারে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ পুলিশকে নর্দেশ দিয়েছেন দোষীদের গ্রেফতার করার জন্য। সম্প্রতি মন্ত্রী টাঙ্গাইলে এসেছিলেন– তখনই এ নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার না করার প্রতিবাদে

অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হওয়ার ১৪ দিনেও কোন সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়নি

কলেজের ১শ' ৮ শিক্ষকসহ কর্মচারীবৃন্দ একযোগে গণবদলির আবেদন নিয়ে ঢাকা যাবেন বলে শিক্ষক পরিষদের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। ঢাকায় তাঁরা ডিজির কাছে তাদের গণবদলির আবেদন জমা দেবেন। এমন এক পরিস্থিতিতে কলেজের ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা বর্তমানে বিশেষ ব্যবস্থায় কুমুদিনী কলেজে নেয়া হচ্ছে। পরীক্ষা চললেও কলেজে ক্লাস বন্ধ থাকায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে শিক্ষক পরিষদ জরুরী সভার কার্যবিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং সকল সরকারী-বেসরকারী কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। তবে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর সুলতান মিয়ার শহরের বাসভবনে পুলিশ পাহারা বসানোর ব্যবস্থা করেছে।

অন্যদিকে সন্ত্রাসীরা কলেজের আরও কয়েক শিক্ষককে উড়ো চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তাদেরও অধ্যক্ষের মতো পরিণতি ঘটবে। এ রকম এক শিক্ষক তাঁকে লেখা একটি (অশ্লীল ভাষায় লেখা) চিঠি জনকণ্ঠকে দিয়েছেন। হিসাব বিজ্ঞানের ঐ শিক্ষককে অধ্যক্ষের দালাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিও এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৫ অক্টোবর সা'দত কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সুলতান মিয়াকে কতিপয় সন্ত্রাসী প্রকাশ্যে লোহার রড দিয় পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। আহত অধ্যক্ষ সুলতান মিয়াকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ১০ দিন চিকিৎসার পর গত ২৫ অক্টোবর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হলে তিনি তাঁর বাস ভবনে এসেছেন। কলেজ কবে খোলা হবে এ ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।